গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা শাখা

পাতা-০১

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/ ২৭

তারিখ-১৩/০১/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বেসরকারী খাতে মেডিকেল টেকনোলজী স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা ২০১০ ।

০১. বেসরকারী খাতে মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠানের দিক নির্দেশনা প্রদান তথা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মান এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুদক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট গড়ে তোলার লক্ষে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেন।

০২. প্রকল্প অনুমোদন, অনুমতি ও অধিভূক্তি ঃ

০২ঃ ক প্রকল্প অনুমোদন ঃ

০২ঃ কঃ ১। কোন বেসরকারী মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান এমন নামে স্থাপন করা যাবে না যে নামে একটি বিদ্যমান সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়ে উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সাথে প্রস্তাবিত নামের সাদৃশ্য আছে।

০২ঃ কঃ ২। কোন উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে বেসরকারী মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।

০২ঃ কঃ ৩। উদ্যোক্তাগণ নির্ধারিত প্রকল্প ছকে (প্রকল্প ছকঃ সংযুক্তিঃ ১, পাতা ১-২) বেসরকারী খাতে মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবেন। আবেদন পত্রের সাথে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার (অফেরত যোগ্য) পরিচালক, চিশিজ এর অনুকূলে এই কাজের জন্য পরিচালিত হিসাবে জমা দিতে হবে। এই টাকা আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনের কাজে ব্যয় করা যাবে। যাহার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নলিখিত পরিদর্শন কমিটি প্রকল্পটি পরীক্ষা ও পরিদর্শন করে যথাযথভাবে মন্তব্য সহকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মন্ত্রণালয়ের নিকট সন্তোষজনক এবং দেশের সার্বিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে মন্ত্রণালয় প্রকল্প অনুমোদন ও প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে। অনুমতি প্রাপ্তির ১ (এক) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে অনুমতি বাতিল বলে গন্য হবে।

"প্রস্তাবিত বেসরকারী খাতে মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিদর্শন কমিটি"

১। পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি অধ্যাপক পদমর্যাদাভূক্ত। - সভাপতি।
২। অধ্যক্ষ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, মহাখালী, ঢাকা - সদস্য।
৩। সচিব, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ৮৬ বিজয় নগর - সদস্য।
৪। সচিব, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল, রাহাত টাওয়ার, বাংলামটর, ঢাকা - সদস্য।
৫। উপপরিচালক (চিকিৎসা সহায়তা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা - সদস্য সচিব।

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদন ফি হিসেবে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রতি কোর্সের জন্য ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন জমা দিতে হবে। অনুমোদন ফি জমা দেয়ার পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করতঃ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর সরকারী অনুমোদন নবায়নের জন্য নবায়নের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে কোর্স প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের কপি সহ আবেদন করতে হবে এবং নবায়ন পূর্বক ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। অন্যথায় সরকারী বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০২ঃ খ) অধিভূক্তি (এফিলিয়েশন)ঃ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিসহ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলে অধিভূক্ত হওয়ার জন্য অনুষদ/ কাউন্সিলের বিধি

D:\ASHA\Mateo\Nitimala\Bangla_Nitimala

মোতাবেক আবেদন করতে হবে। অনুযদ/ কাউন্সিল যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং নীতিমালার আলোকে সন্তোষজনক বিবেচিত হলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিক নয় অধিভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মেয়াদ শেষে অনুযদ/ কাউন্সিলের বিধি মোতাবেক অধিভুক্তি নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং নবায়ন পূর্বক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। নীতিমালা বা সরকারী আদেশ নির্দেশ অমান্য করলে অনুযদ/কাউন্সিল যে কোন সময়ে জরিমানা/অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে।

০৩। <u>কোর্স সমূহ, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান</u> ঃ

ক) <u>কোর্স সমূহঃ</u> নিম্নলিখিত ১০ (দশ) টি নিয়মিত কোর্সে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। সরকারী অনুমোদনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল যে কোন নুতন কোর্স চালু করা সহ কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকবে। তবে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে কমপক্ষে দুইটি কোর্স একসঙ্গে চালু করতে হবে।

<u>কোর্স সমূহঃ</u>	<u>সংক্ষিপ্ত নাম</u>
(১) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাবরেটরী)	ডি,এম,টি (ল্যাবঃ)
(২) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং)	ডি,এম,টি (আর, জি)
(৩) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ডেন্টাল)	ডি,এম,টি (ডেন্টাল)
(৪) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ফিজিওথেরাপি)	ডি,এম,টি (পি,টি)
(৫) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (অকুপেশনাল থেরাপি)	ডি,এম,টি (ও,টি)
(৬) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওথেরাপি)	ডি,এম,টি (আর, টি)
(৭) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশীপ)	ডি,এম,টি (এসআইটি)
(৮) সার্টিফিকেট কোর্স ইন অপথ্যালমিক এ্যাসিসট্যান্ট	এমএলওপিএ্যাসিসট্যান্ট
(৯) সার্টিফিকেট কোর্স ইন কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকারস	সিএইচ ডব্লিউ
(১০) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ফার্মেসী)	ডি,এম,টি (ফার্মেসী)

উক্ত ১০টি কোর্সের মধ্যে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী কোর্স বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং অপর ৯টি কোর্স বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ কর্তৃক পরিচালিত হবে। বেসরকারী মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান সমূহে অবকাঠামো, টিচিং স্টাফ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজী কোর্স চালু করা যাবে। তবে বিএসসি কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হতে হবে।

(খ) <u>পাঠ্যক্রম ঃ</u> বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল এর অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী স্ব-স্ব কোর্সে পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

<u>পাঠদান</u> বিষয় ঃ বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ পরিচালিত ৯টি কোর্স এবং ফার্মেসী কাউন্সিল পরিচালিত ১টি (ফার্মেসী) কোর্স সহ মোট ১০টি কোর্সের পাঠ্যদান বিষয়সমূহ মোতাবেক প্রতিটি কোর্সের পাঠ্যদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পাঠ্যদান বিষয় সমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক জনবল নিয়োজিত রাখতে হবে।

(গ) <u>পরীক্ষা অনুষ্ঠানঃ</u> কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা সূচী অনুযায়ী সকল পরীক্ষা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এবং পাশকৃতদের অনুযদ/ কাউন্সিল সনদপত্র প্রদান করবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ/বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কেন্দ্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে হবে।

০৪। <u>ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, নিবন্ধিকরণ, আসন সংখ্যা, বেতন ও ফি সমূহঃ</u>

(ক) <u>ছাত্র/ছাত্রী ভর্তিঃ</u> ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদেরকে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ নিয়ন্ত্রিত কোর্সে ভর্তির জন্য যে কোন শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার কর্তৃক যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম কমপক্ষে এস,এস,সি বিজ্ঞান/ সমমান পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা সহ এবং ফার্মেসী কোর্সে ভর্তির জন্য যে কোন শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার কর্তৃক যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম কমপক্ষে এস,এস,সি বিজ্ঞান/ সমমান পরীক্ষায়

পদার্থ, রসায়ন, গণিত সহ সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। কোন বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ছাত্র/ছাত্রী নিবন্ধীকরণ ঃ প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকা অনুষদ/ কাউন্সিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুষদ/ কাউন্সিলে প্রেরণ করতে হবে। সর্বশেষ ভর্তির তারিখের ১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের নিয়ম অনুসারে নিবন্ধিকৃত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

(গ) ভর্তির আসন সংখ্যাঃ অনুমোদিত আসন সংখ্যার বেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। আসন সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও সকল প্রকার যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আনুপাতিক হারে অন্যান্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধি ও আনুপাতিকহারে শিক্ষক নিয়োগদান সম্পন্ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে এবং বিধি মোতাবেক পরিদর্শন সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর বর্ধিত আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।

(ঘ) বেতন ও ফি সমূহ ঃ ছাত্র/ছাত্রীর উপর ধার্যকৃত বেতন ও ফি এর পরিমাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সাথে উল্লেখ থাকতে হবে। গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ৫% (শতকরা পাঁচ জন) এর বেতন ও ফি রেয়াত/হ্রাস করণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

০৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন তহবিল ও সংরক্ষিত তহবিল ঃ

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন তহবিল ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গভাবে স্থাপন এবং অব্যাহত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন শেষে ব্যাংক একাউন্টে কমপক্ষে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার চলমান স্থিতি থাকতে হবে।

(খ) সংরক্ষিত তহবিল ঃ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফ,ডি,আর হিসাবে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকবে যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের গভর্ণিং বডির অনুমতি ছাড়া উত্তোলন ও ব্যয় করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র (লিয়েন মার্ক করে) অনুষদে দাখিল করতে হবে। তবে সংরক্ষিত তহবিলের মেয়াদী আমানতের উপর অর্জিত সুদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে উত্তোলন ও ব্যয় করা যাবে। স্থায়ী আমানতের বিপরীতে কোন লোন নেয়া যাবে না। সংরক্ষিত তহবিলের দলিলপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল কর্তৃক চাহিবা মাত্র প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবে। যদি কখনও কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমতি/অধিভুক্তি প্রত্যাহার করা হয় অথবা প্রতিষ্ঠানটির অবসান ঘটে, তাহলে এই অর্থ অনুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে।

০৬। ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের গঠনতন্ত্র/ মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন মোতাবেক একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলার ইউ এন ও সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতি কমিটি ২(দুই) বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন হতে কমিটির মেয়াদ গননা করা হবে। কমিটি গঠনের পর ৩০ দিনের মধ্যে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদনে একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। গঠিত এডহক কমিটি ৬ মাসের মধ্যে নুতন ভাবে নিয়মিত কমিটি গঠন পূর্বক অনুমোদনার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। ন্যূনতম ৩ মাস অন্তর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করে সভার কার্যবিবরণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ অনুষদ/ কাউন্সিলে প্রেরণ করতে হবে।

০৭। জমি, ভৌত অবকাঠামো, জনবল কাঠামো, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণঃ

(ক) জমিঃ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও ভবনাদি নির্মাণ এবং আদর্শ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত নির্ধারিত পরিমাণ জমির (যা প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রিকৃত) দলিলের কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট জমিতে সাইট প্ল্যান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নক্সার কপি সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠানের নামে জমির বৈধ কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির ৪ বছরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করতে হবে। অস্থায়ী ক্যাম্পাস যে পৌর এলাকায় দেখানো হবে স্থায়ী ক্যাম্পাসও সেই একই পৌর এলাকায় স্থাপন করতে হবে।

D:\ASHA\Mat~ NamalaBangla_Kalmala

(খ) ভৌত অবকাঠামো ও ভবনাদিঃ একাডেমিক ভবন এবং কক্ষসমূহের ধরণ ও আয়তন ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা, পাঠ্যক্রম ও কোর্সের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অনুমোদিত জনবল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস কক্ষ উপযুক্ত আয়তন সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া প্রশাসন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হল, কক্ষ, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও সংশিষ্ট কোর্সের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্লিনিক/ ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থাকতে হবে। খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। প্রতিটি বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ও কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ, ব্যবহারিক কক্ষ ও টিউটরিয়াল কক্ষ স্থাপন করতে হবে। এছাড়া বিভাগওয়ারী ষ্টোর, বিশেষ শিক্ষা দান/ ব্যবহারিক কক্ষ, যেমন ডেন্টাল প্রসথেটিক কক্ষ, রেডিওগ্রাফী, এক্সরে কক্ষ, ডার্ক রুম এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাদান ও আনুষাঙ্গিক কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট থাকতে হবে।

প্রতি কোর্সে ৫০ জন হিসেবে দুটি কোর্সের জন্য সর্বনিম্ন ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। প্রারম্ভে দুটি কোর্সের অতিরিক্ত কোর্সে বা নতুন কোর্স খোলার ক্ষেত্রে অথবা পরবর্তীতে বিদ্যমান কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি ৫০ জন ছাত্রের জন্য আরও ২,০০০ (দুই হাজার) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস বাড়াতে হবে।

উক্ত অবকাঠামোর নীচতলায় অবশ্যই গাড়ী পার্কিং এবং ছাত্র/ছাত্রীদের বিচরণ বা বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(গ) জনবল কাঠামোঃ পূর্ণকালীন শিক্ষক জনবল প্রাপ্তিতে সমস্যা হলে কোর্স প্রধান ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকদের কোর্সওয়ারী মোট সংখ্যার অনুর্ধ ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) পর্যন্ত খন্ডকালীন কিংবা ভিজিটিং শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। প্রশাসনিক জনবলের ক্ষেত্রে কোন খন্ডকালীন নিয়োগ চলবে না। সম্মানী শিক্ষক কিংবা স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োজিত হতে পারবেন তবে তাঁরা মূল জনবল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। একাডেমিক জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুষদ/ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী চাকুরীরত কাউকে খন্ডকালীন/ ভিজিটিং/ সম্মানী/ স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র/ সম্মানীপত্র থাকতে হবে। একাডেমিক জনবল প্রতি কোর্সে অনুর্ধ ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য প্রযোজ্য ধরে বেসরকারী হেলথ টেকনোলজী প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করা হল। (জনবল তালিকাঃ সংযুক্তি- ২, পাতা ১-২)

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ ঃ কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হবে (যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরন তালিকাঃ সংযুক্তি- ৩, পাতা ১-১৪)।

(ঙ) ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির পূর্বেই বিষয়ভিত্তিক নিজস্ব ল্যাবরেটরী অথবা সরকার অনুমোদিত ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন করতে হবে অথবা প্রতিষ্ঠানের বাহিরে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তা সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

০৮। বিবিধঃ

ক) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনঃ অনুমোদন প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান তার ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যথানিয়মে আবেদন করবে। মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন কমিটি পরিবর্তিত ঠিকানায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ সুবিধা সরেজমিনে তদন্ত করে পরিদর্শন রিপোর্ট ইতিবাচক হলেই মন্ত্রণালয় ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, পৌরসভা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করতে পারবে না এবং গ্রাম এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/ মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করতে পারবে না।

খ) প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ঃ অনুমোদন প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান তার নাম পরিবর্তন করতে চাইলে প্রচলিত নিয়মে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবে এবং মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন কমিটি যথার্থ মনে করলে নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বা দাতা সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) অত্যাবশ্যক বিবেচিত হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বেসরকারী মেডিকেল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় নির্ধারিত ও বাস্তবসম্মত ব্যয় প্রদান সাপেক্ষে সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা যাবে।

ঙ) প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি বছরে অন্ততঃ একবার প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাস্তব পরামর্শ এবং উপদেশ প্রদান করবে। বার্ষিক পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত রিপোর্টের কপি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারী হেলথ টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কমিটি :

১। পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা - সভাপতি।
অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি অধ্যাপক পদমর্যাদাভুক্ত

২। অধ্যক্ষ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, মহাখালী, ঢাকা - সদস্য।

৩। সচিব, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ৮৬ বিজয় নগর - সদস্য।

৪। সচিব, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল, ঘ্রাহাত টাওয়ার, বাংলামটর, ঢাকা - সদস্য।

৫। উপ পরিচালক (চিকিৎসা সহায়তা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা - সদস্য সচিব।

(চ) অধিভুক্তি নবায়ন কিংবা বর্ধিত করণের জন্য যথানিয়মে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলে আবেদন করতে হবে।

(ছ) এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি, কার্যক্রম প্রয়োজনীয় ছক এবং আনুষাঙ্গিক নিয়ম-কানুন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হবে।

(জ) এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল স্ব-স্ব প্রয়োজনে নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারবে।

(ঝ) এ নীতিমালায় উল্লেখিত কোর্স সমূহ ছাড়া ও মেডিকেল টেকনোলজিতে অন্য যে কোন কোর্স চালু করার বিষয়টি বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল যথানিয়মে পরীক্ষা করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এফিলিয়েশন দিতে পারবে।

(ঞ) ইতোমধ্যে স্থাপিত/ অনুমোদন প্রাপ্ত সকল বেসরকারী মেডিকেল/ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালার আওতাভুক্ত বলে গন্য হবে।

(ট) বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের আইনানুগ এবং বিধি সম্মত আদেশ নির্দেশ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে মেনে চলতে হবে।

(ঠ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় বাস্তব প্রয়োজনে এবং সময়ের চাহিদা মিটানোর জন্য এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

(ড) এই নীতিমালার পরিপন্থি বিবেচিত হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

(ঢ) ম্যাটস নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় টিচিং স্টাফ এবং ফ্লোরস্পেস থাকলে বর্তমানে হেলথ টেকনোলজী কোর্স চালু আছে এমন প্রতিষ্ঠানে ম্যাটস কোর্স চালু করা যেতে পারে।

(ণ) এই নীতিমালা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\ASHA\Motes\Nitimala\Bangla_Nitimala

পাতা-৬

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/২৭/৩ (সে) তারিখ-২৬/০১/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন ও চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
৪। ডীন ও চেয়ারম্যান, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন, মহাখালী, ঢাকা।
৭। উপ-সচিব (চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। মহা-সচিব, বিএমএ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৯। রেজিষ্ট্রার, বিএমএন্ডডিসি, ২০৩, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, ঢাকা।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬৯৭৩০

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/ ২৭/৩ (সে) (৫) তারিখ-২৬/০১/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬৯৭৩০

D:\ASHA\Mitra\Nitimala\Bangla_Nitimala

বেসরকারী মেডিকেল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের জনবল [illegible]

প্রশাসনিক ও অন্যান্য জনবল

১.	অধ্যক্ষ (ন্যূনতম এমবিবিএস/বিডিএস ডিগ্রী সহ যে কোন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশন অথবা এমবিবিএস/বিডিএস ডিগ্রী সহ ১০(দশ) বছরের প্রশাসনিক/শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা)	১জন	৯.	কম্পিউটার অপারেটর	১জন
২	উপাধ্যক্ষ (ন্যূনতম এমবিবিএস/ বিডিএস ডিগ্রী সহ ৭(সাত) বছরের প্রশাসনিক / শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা	১জন	১০.	ষ্টুডেন্ট ক্লার্ক	১জন
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১জন	১১.	লাইব্রেরীয়ান	১জন
৪.	এ্যাকাডেমিক সেক্রেটারী	১জন	১২.	প্রজেকশানিষ্ট	১জন
৫.	প্রধান সহকারী	১জন	১৩.	মিউজিয়াম কিউরেটর	১জন
৬.	এ্যাকাউন্ট্যান্ট	১জন	১৪.	পিয়ন/দপ্তরী	২জন
৭.	ক্যাশিয়ার	১জন	১৫.	নিরাপত্তা প্রহরী	২জন
৮.	ভান্ডার রক্ষক	১জন	১৬.	ক্লিনার	২জন

ছাত্রাবাস/ ছাত্রীনিবাস জনবল ঃ

১.	তত্ত্বাবধায়ক	১জন	৫.	টেবিল বয়	৪জন
২	সহ-তত্ত্বাবধায়ক	২জন	৬.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪জন
৩.	বাবুর্চি	২জন	৭.	সুইপার	২জন
৪.	মসালচি	৩জন	৮.	মালী	২জন

১ম বর্ষের একাডেমিক জনবল
(সকল কোর্সে একিভূত পাঠদান কার্যক্রম)

উচ্চ মাধ্যমিক বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী, মেডিকেল বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য ন্যূনতম এমবিবিএস এবং প্রভাষক পদে অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত সংশ্লিষ্ট কোর্সে ডিপ্লোমা পাশ ।

১.	সহকারী অধ্যাপক, এনাটমি	১জন	৭.	প্রভাষক, রসায়ন বিদ্যা	১জন
২	প্রভাষক/ ডেমোঃ এনাটমি	১জন	৮.	ডেমোনেষ্ট্রেটর	১জন
৩.	সহকারী অধ্যাপক, ফিজিওলজি	১জন	৯.	প্রভাষক, বাংলা	১জন
৪.	প্রভাষক/ডেমোঃ ফিজিওলজি	১জন	১০.	প্রভাষক, ইংরেজী	১জন
৫.	প্রভাষক, পদার্থ বিদ্যা	১জন	১১.	প্রভাষক, প্যাথলজি	১জন
৬.	ডেমোনেষ্ট্রেটর	১জন	১২.	প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন	১জন
			১৩.	প্রভাষক, বেসিক মেডিক্যাল টেকনিক	১জন

কোর্সওয়ারী শিক্ষক ও সহায়ক জনবল কাঠামো ঃ

বিভিন্ন কোর্স এর অনুমোদিত পাঠ্যক্রম এ বর্ণিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের তত্ত্বীয়, টিউটরিয়াল, ব্যবহারিক এবং মাঠ প্রশিক্ষণের মোট ঘন্টা/ ক্লাশের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বিভাগে বিষয়ওয়ারী শিক্ষক জনবল কাঠামো ঃ মেডিকেল বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক এমবিবিএস ডিগ্রী এবং প্রভাষক পদে ন্যূনতম অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত সংশ্লিষ্ট কোর্সে ডিপ্লোমা পাশ ।

ল্যাবরেটরী মেডিসিন বিভাগঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক (প্যাথলজি)	১জন
২	সহকারী অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি)	১জন
৩.	সহকারী অধ্যাপক (বায়োকেমিষ্টি)	১জন
৪.	সহকারী অধ্যাপক (ট্রপিকাল মেডিসিন)	১জন
৫.	প্রভাষক ল্যাবরেটরী	৪ জন
৬.	ল্যাবরেটরী ইনষ্ট্রাক্টর	১ জন
৭.	ল্যাবরেটরী টেকনোলজিষ্ট	৬ জন
৮.	ল্যাবরেটরী এ্যাটেন্ডেন্ট	২ জন
৯.	ক্লিনার	২ জন

ডেন্টিষ্ট্রি বিভাগ ঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক	২ জন
২	প্রভাষক (ডেন্টাল)	২ জন
৩.	ইনষ্ট্রাক্টর, ডেন্টাল	২ জন
৪.	টেকনোলজিষ্ট	২ জন
৫	বিভাগীয় সহকারী	১ জন
৬	ক্লিনার	১ জন

(সংযুক্তি-২ঃ ২)

রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং কোর্স ঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক (রেডিওলজি)	- ২ জন
২.	প্রভাষক (রেডিওলজি)	- ৪ জন
৩.	ইন্সট্রাক্টর (রেডিওলজি)	- ২ জন
৪.	রেডিওগ্রাফি টেকনোলজিষ্ট	- ২ জন
৫.	ডার্করুম এ্যাসিস্ট্যান্ট	- ২ জন
৬.	বিভাগীয় সহকারী	- ১ জন
৭.	ক্লিনার	- ১ জন

ফার্মেসী ঃ

১.	বিভাগীয় সহকারী	- ২ জন
২.	প্রভাষক	- ২ জন
৩.	ইন্সট্রাক্টর	- ২ জন
৪.	ফার্মাসিষ্ট	- ২ জন
৫.	বিভাগীয় সহকারী	- ২ জন
৬.	ক্লিনার	- ২ জন

অকুপেশনাল থেরাপি বিভাগ ঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক, অকুপেশনাল থেরাপি	- ১ জন
২.	সহকারী অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন	- ১ জন
৩.	সহকারী অধ্যাপক, অর্থপেডিক ও প্রসথেটিক	- ১ জন
৪.	সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন	- ১ জন
৫.	সহকারী অধ্যাপক , প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি	- ১ জন
৬.	সহকারী অধ্যাপক , হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাণিং	- ১ জন
৭.	সহকারী অধ্যাপক , সাইকোলজি	- ১ জন
৮.	প্রভাষক, অকুপেশনাল থেরাপি	- ১ জন
৯.	টেকনোলজিষ্ট, সাইক্রিয়াট্রিক মেডিসিন	- ১ জন
১০.	ইন্সট্রাক্টর, অকুপেশনাল থেরাপি	- ৪ জন
১১.	বিভাগীয় সহকারী	- ২ জন
১২.	ক্লিনার	- ১ জন

রেডিওথেরাপি ঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক (রেডিওথেরাপি)	- ২ জন
২.	প্রভাষক	- ২ জন
৩.	ইন্সট্রাক্টর	- ২ জন
৪.	টেকনোলজিষ্ট	- ২ জন
৫.	বিভাগীয় সহকারী	- ১ জন
৬.	ক্লিনার	- ১ জন

ফিজিওথেরাপি ঃ

১.	সহকারী অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন	- ২ জন
২.	প্রভাষক, ফিজিক্যাল মেডিসিন	- ২ জন
৩.	ইন্সট্রাক্টর, ফিজিওথেরাপি	- ২ জন
৪.	টেকনোলজিষ্ট, ফিজিওথেরাপি	- ২ জন
৫.	বিভাগীয় সহকারী	- ১ জন
৬.	ক্লিনার	- ১ জন